111784 - ইহরামরে সময় শর্ত করার সুবধিা কি?

প্রশ্ন

প্রশ্ন: হজ্জ বা উমরা পালনচ্ছেু ব্যক্তি যে বলনে: 'ইন হাবাসানি হাবসি ফা মাহল্লি হািইছু হাবাসতানি' (অর্থ- যদি কোনে প্রতবিন্ধকতা আমাকে আটক করে তাহলে (হে আল্লাহ) আপনি আমাকে যখোনে আটক করনে সখোনে আমি হালাল হয়ে যাব)?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

আলহামদুলল্লিাহ।

যদি হজ্জ বা উমরা পালনচ্ছেু ব্যক্তি হজ্জ বা উমরা সমাপনে বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার আশংকা করনে তাহলে ইহরামকালে তনিি শর্ত করে নয়োর বধিান রয়ছে। তনিি বলবনে: 'ইন হাবাসানি হাবসি ফা মাহল্লি হািইছু হাবাসতানি' (অর্থ- যদি কোনে প্রতবিন্ধকতা আমাকে আটক করে তাহলে (হে আল্লাহ) আপনি আমাকে যখোনে আটক করনে সখোনে আমি হালাল হয়ে যাব।)। সহহি বুখারী (৫০৮৯) ও সহহি মুসলমি (১২০৭) এর বর্ণনাতে এসছে- দুবাআ বনিতে যুবাইর (রাঃ) অসুস্থ অবস্থায় হজ্জ করার নয়িত করলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলনে: তুমি হজ্জরে নয়িত ও ইহরাম বাঁধ এবং এই বলে শর্ত করে নাও: আল্লাহুম্মা মাহল্লি হািইছু হাবাসতানি (হে আল্লাহ! আপনি যখোনে আমাকে আটক করনে আমি সখোনে হালাল হয়ে যাব)।

মুহরমিরে জন্য এ শর্ত করার সুবধিা হচ্ছ- মুহরমি হজ্জ বা উমরা সমাপনে যদি কোনে প্রতবিন্ধকতার মুখোমুখি হন যমেন- অসুস্থতা, দুর্ঘটনা, কংিবা যে কোনে কারণে তাকে মক্কায় ঢুকতে বাধাপ্রাপ্ত হওয়া তাহলে তনিি তার ইহরাম থকেে হালাল হয়ে যতেে পারবনে; তার উপর ফদিয়িা বা হাদি বা মাথা-মুণ্ডানো ইত্যাদি কছিুই বর্তাবে না।

আর যদি তনিি এ শর্ত না করনে তাহলে তনিি হবনে 'মুহসার'। মুহসার (হজ্জ বা উমরা আদায়ে বাধাপ্রাপ্ত ব্যক্তি) এর উপর হাদি যবহে করা ও মাথা মুণ্ডন করা ওয়াজবি; যমেনটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হুদাইবয়িার বছর করছেলিনে। যখন তনিি মুশরকিদরে পক্ষ থকেে মক্কা প্রবশেে বাধাপ্রাপ্ত হয়ছেলিনে তখন তনিি হাদরি পশু যবহে করলনে ও মাথা মুণ্ডন করলনে এবং তাঁর সাহাবীদরেকওে তা করার নর্দিশে দলিনে। তনিি বললনে: "তোমরা উঠ, হাদি কোরবানী কর, অতঃপর মাথা

মুণ্ডন কর।”[সহিহ বুখারী (২৭৩৪)] আল্লাহ তাআলা বলেন: আর তোমরা হজ্জ ও উমরা পূর্ণ কর আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে। অতঃপর যদি তোমরা বাধাপ্রাপ্ত হও তাহলে সহজলভ্য হাদি প্রদান করো। আর তোমরা মাথা মুণ্ডন করো না যে পর্যন্ত হাদি তার স্থানে না পৌঁছে।”[সূরা বাকারা, আয়াত: ১৯৬]

শাইখ বিন বায (রহঃ) বলেন:

এ শর্ত করার সুবিধা হলো- “মুহরিম ব্যক্তি যদি রুগ্নতা কিংবা শত্রুর বাধা এ জাতীয় কোন প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হন; যে কারণে তিনি হজ্জ সমাপ্ত করতে না পারেন তাহলে তার জন্য হালাল হয়ে যাওয়া জায়েয; তার উপর কোন কিছু বর্তাবে না।”[মাজমুউ ফাতাওয়া বিন বায (১৭/৫০)]

শাইখ ইবনে উছাইমীন (রহঃ) বলেন:

আর শর্ত করার সুবিধা: সুবিধা হচ্ছে মানুষ যদি হজ্জ সমাপ্ত করতে কোন বাধার সম্মুখীন হয় তাহলে কোন কিছু ছাড়া সে হালাল হয়ে যেতে পারবে। অর্থাৎ তার উপর কোন ফিদিয়া বা কাযা বর্তাবে না।[সমাপ্ত]

[মাজমুউ ফাতাওয়া ইবনে উছাইমীন (২২/২৮)]